

10 MINUTE
SCHOOL

অনলাইন ব্যাচ ২০২৩

৮ম শ্রেণি বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

আলোচ্য বিষয়

অধ্যায় ০৩ বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলা

অনলাইন ব্যাচ সম্পর্কিত যেকোনো জিজ্ঞাসায়,

কল করো

📞 16910

ব্যবহারবিধি

এক নজরে...

দেখে নাও এই অধ্যায় থেকে কোথায় কোথায় প্রশ্ন এসেছে এবং সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী গুরুত্ব।

কুইক টিপস

সহজে মনে রাখার এবং দ্রুত ক্যালকুলেশন করতে সহায়ক হবে।

বহুনির্বাচনী (MCQ)

পরীক্ষায় আসার মত এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনী সমূহ।

সৃজনশীল (CQ)

পরীক্ষায় আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল দেখে নাও উত্তরসহ।

প্র্যাকটিস

পরীক্ষায় আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো প্র্যাকটিস করে নিজেকে যাচাই করে নাও।

উত্তরমালা

প্র্যাকটিস সমস্যাগুলোর উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও।

উদাহরণ

টপিক সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ।

সূত্রের আলোচনা

সূত্রের ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে নাও।

টাইপ ভিত্তিক সমস্যাবলী

সম্পূর্ণ অধ্যায়ের সুসজ্জিত আলোচনা।

এক নজরে...



সংস্কৃতির মৌলিক কথা

সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত সমাজের মানুষের জীবন-যাপনের ধারাকে বুঝে থাকি। অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো আমাদের জীবন-প্রণালি। মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং তার মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণের লক্ষ্যে যা কিছু সৃষ্টি করে তা-ই হলো তার সংস্কৃতি। মানুষের এসব সৃষ্টি বা কাজ মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে। বস্তুগত ও অবস্তুগত। সংস্কৃতিকেও তাই দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতি। ঘরবাড়ি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, উৎপাদন হাতিয়ার এসব হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি। অবস্তুগত সংস্কৃতি হচ্ছে ব্যক্তির দক্ষতা, জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা, আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, সংগীত, সাহিত্য ও শিল্পকলা ইত্যাদি। সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। আদিকাল হতে সমাজে বসবাসকারী মানুষ তার সৃষ্টিকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক সাংস্কৃতিক জীবনে উন্নীত করেছে। সংস্কৃতির এই পরিবর্তনে বিভিন্ন উপাদান যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি সংস্কৃতির উন্নয়নেও এসব উপাদান কমবেশি অবদান রেখেছে। হাতিয়ার আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রথম পরিবর্তন আসে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের ব্যবহার্য ও ভোগের সামগ্রী এবং চিন্তা চেতনায় যখন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তখন তাকে বলা হয় মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

আমরা সপ্তম শ্রেণিতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ধারণা পেয়েছি। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, উন্নয়ন এবং বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সম্পর্কে জানব।

পাঠ-১ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ধারণা

মানুষ সমাজে মিলেমিশে বাস করে। এভাবে বাস করতে গিয়ে সে নিজের প্রয়োজনে নানা কিছু সৃষ্টি করে। মানুষের সৃষ্টিশীল সকল কাজই তার সংস্কৃতি। সমাজ ও অঞ্চল ভেদে সংস্কৃতির রূপ ভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মানুষ ও সমাজের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। এদেশের সংস্কৃতি কিন্তু এক জায়গায় থেমে নেই। পরিবেশ-পরিস্থিতি ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে আমাদের সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাক্ষিত বা ইতিবাচক পরিবর্তনই উন্নয়ন। সংস্কৃতি এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরিত হতে হতে সংস্কৃতির মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। আবার অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেও সংস্কৃতি তার রূপ বদল করে। একেই সংস্কৃতির পরিবর্তন বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলে। পরিবর্তন যে ধরনেরই হোক, সংস্কৃতি স্থির নয়। মানুষ যে পরিবেশে বাস করে তার মধ্যে থেকে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে পারে আবার বাইরের উপাদান সংগ্রহ করেও এই পরিবর্তন হতে পারে। সাধারণভাবে উন্নয়ন বলতে বোঝায় কোনো কিছু শুরু থেকে ক্রমশ পরিপূর্ণতা লাভ করা। একসময় উন্নয়ন বলতে কেবল অর্থনৈতিক অবস্থার কাক্ষিত পরিবর্তন বা অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বোঝাতো। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা উন্নয়ন বলতে 'সামাজিক উন্নয়ন' কথাটিকে নির্দেশ করেন। তাই মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন। সাধারণত উন্নয়ন বা সামাজিক উন্নয়ন হলো একধরনের 'সামাজিক পরিবর্তন'। কোনো সমাজের উন্নয়নের ফলে যেমন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয় তেমনি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলেও সমাজে উন্নয়ন ঘটে। যেমন: বাংলাদেশে অনেক জায়গায় এখন লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার হচ্ছে, এটা বস্তুগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয়েছে। এইভাবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সমন্বিতভাবে সমাজের উন্নয়ন ঘটায়।

পাঠ-২। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য

আমরা উপরে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্পর্কে জেনেছি। এখন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

১. উন্নয়নের লক্ষ্য হলো সমাজের সকলের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধন, শোষণ ও বৈষম্যের মাত্রা কমানো বা অবসান করা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানব কল্যাণে কাজে লাগানো। আবার যেহেতু মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালি হচ্ছে সংস্কৃতি, তাই জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রকৃতির উন্নয়ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকেই নির্দেশ করে। এজন্য অনেক সময় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নকে সমার্থক মনে হয়। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও উন্নয়নের একটি

বৈশিষ্ট্য।

২. বস্তুগত সংস্কৃতি যত দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হয় অন্তর্গত সংস্কৃতি তত দ্রুত পরিবর্তন হয় না। ফলে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এই অসমতা সমাজে সমস্যা তৈরি করে যা সমাজে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃতির পরিবর্তনের এই গতি বা পার্থক্য সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য। আর উন্নয়নের দ্রুতগতি বা ধীরগতির উপর নির্ভর করে সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের পরিবর্তনের মাত্রা হচ্ছে উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য।

৩. উন্নয়ন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের অগ্রাধিকার দেয়। এটি উন্নয়নের একটি বৈশিষ্ট্য। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হলে সমাজের অগ্রগতি ঘটে, উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। ফলে সমাজে নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যা সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করা হয়। আর সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে।

৪. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- পরিবর্তন সকল সময় একটি সরলরেখায় ক্রমশ উর্ধ্বগতিতে এগিয়ে যায় না। অনেক সময় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিম্নগতির দিকেও যায়। তাই উর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি দুটোই পরিবর্তন। একটি ইতিবাচক অন্যটি নেতিবাচক। তবে উন্নয়ন বলতে উর্ধ্বগতি বা ইতিবাচক পরিবর্তনকে বোঝায়। তাই সংস্কৃতির উন্নয়ন হলো সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন। যেমন: আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের সংস্কৃতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের পরিবর্তনই ঘটছে। ইতিবাচক পরিবর্তনটি হলো সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

৫. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন দুটোই সময়ের মাত্রার মধ্যে সংগঠিত হয়। এটিও পরিবর্তনের একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন: পুরাতন পাথর যুগ ও নতুন পাথরের যুগ দুইটি সময়কাল। দুই সময়ের সংস্কৃতিতে পার্থক্যও আছে। এই পার্থক্য সময়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে এই পরিবর্তন পরবর্তী সময়েও ধারাবাহিকভাবে ঘটে থাকে। যেমন: পুরাতন পাথর যুগের অনেক হাতিয়ার নতুন পাথর যুগের সময়ে উন্নতি ঘটেছে। এটি হচ্ছে সংস্কৃতির উন্নয়ন তথা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন।

পাঠ-৩: সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

আমরা জানি সংস্কৃতি স্থির বিষয় নয়। পরিবর্তন সংস্কৃতির ধর্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে ভিন্নতা থাকলেও সেখানে প্রতিনিয়ত সংযোজন ও বিয়োজন চলে। একসময় সংস্কৃতির পার্থক্য বা পরিবর্তনশীলতার মধ্যে আবার নতুন সংস্কৃতির পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে। সংস্কৃতির এই পরিবর্তনশীলতার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন:

সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি: সাধারণত দুইটি সমাজের সংস্কৃতি একে অপরের সংস্পর্শে এসে একে অপরকে প্রভাবিত করে। এই কাছে আসা যত বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে সংস্কৃতির আদান-প্রদান তত বেশি হবে। এর মাধ্যমে একে অপরের সংস্কৃতির কিছু না কিছু গ্রহণ করবে। সংস্কৃতির এই চলমান গতিধারা এবং এক সমাজ থেকে আরেক

সমাজে সংস্কৃতির প্রসার লাভকে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বলে। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রসার বা ব্যাপ্তি ঘটে। বিশ্বায়নের ফলে এবং প্রযুক্তির উন্নতিতে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে গেছে।

সাংস্কৃতায়ন: নিজ সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে অন্য কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানকে নিজ সংস্কৃতির সাথে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়াকে সাংস্কৃতায়ন বলা হয়। আমাদের দেশ বহুবার বহিরাগত শাসক দ্বারা শাসিত হওয়ায় এখানে সাংস্কৃতায়ন প্রবল। ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শই সাংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার কারণ বলে মনে করা হয়। যেমন: ইংরেজরা প্রায় দুইশ বছর আমাদের শাসক ছিলো বলে অনেক ইংরেজি শব্দ আমাদের ভাষায় মিশে গেছে।

সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ: আত্মীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী অন্যের সংস্কৃতি আয়ত্ত করে। যেমন: মানুষ যখন কোনো নতুন সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাস করতে আসে তখন সেখানকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ এক কথায় সমগ্র জীবনধারার সাথে আত্মীকৃত হতে চেষ্টা করে। এভাবে একসময় তা আত্মীকরণ হয়ে যায়। যেমন: জীবিকার প্রয়োজনে, বৈবাহিক কারণে অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিজ এলাকা থেকে স্থানান্তর হলে মানুষ ঐ এলাকার সংস্কৃতির সাথে নিজেকে আত্মীকরণ করার চেষ্টা করে।

সাংস্কৃতিক আদর্শ: প্রতিটি দেশ বা সমাজের রয়েছে নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক আদর্শ। সাংস্কৃতিক আদর্শ বলতে কোনো দেশ বা সমাজের মানুষের সংস্কৃতির ধরনকে বোঝায়। এগুলো হলো- আচার- আচরণ, খাদ্য, পোশাক, বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস, লোককাহিনি, সংগীত, লোককলা ইত্যাদি। কোনো দেশ বা সমাজের সাংস্কৃতিক আদর্শের মাঝে ঐ দেশ বা সমাজের মানুষের জীবনপ্রণালি ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। এই আদর্শের কারণে সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন: আধুনিক প্রযুক্তি বা বস্তুগত সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নয়ন সমাজে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে গোটা বিশ্ব এখন একটি বিশ্বপত্নিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যার ফলে যোগাযোগ প্রক্রিয়া অনেক উন্নত হয়েছে। এখন ঘরে বসে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের খবর জানা যায়। এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসছে। অনুন্নত সংস্কৃতি দ্রুত উন্নত সংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ করছে। এভাবে প্রযুক্তি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটচ্ছে।

পাঠ-৪: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন

বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের জীবন আচরণ বা সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। একে বলা হয় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এছাড়া ধর্মীয় সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির প্রভাবও একেবারে কম নয়; যেমন পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, সংগীত, কলা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, ফ্যাশন ইত্যাদিতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। যাকে আমাদের সংস্কৃতি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে তো বটেই শহরের জীবনেও ইদানীং বিভিন্ন লোক উৎসব, বর্ষবরণ, মেলা ইত্যাদির আধিক্য ও বিভিন্ন লোক সামগ্রীর সম্ভার দেখে এই পরিবর্তন স্পষ্টই চোখে পড়ে। বিশ্বায়নের প্রভাবেও বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। আগে যেমন যাত্রা, পালাগান, সার্কাস, জারিসারির মাধ্যমে মানুষ বিনোদনের চাহিদা পূরণ করত, বর্তমানে ঘরে বসে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সে চাহিদা পূরণ করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে।

বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় সংস্কৃতিতে আমাদের দেশে পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এক্ষেত্রে বস্তুগত সংস্কৃতি এগিয়ে আছে। যত দ্রুত আমরা ফ্রিজ, টেলিভিশন গ্রহণ করি তত দ্রুত অন্য দেশের ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিলাস সামগ্রী গ্রহণ করতে পারি না। বাংলাদেশে পারিবারিক ব্যবস্থায় বা পারিবারিক সম্পর্কে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, পূর্বের যৌথ পরিবার ভেঙে এখন একক পরিবার গ্রাম শহর উভয় স্থানে গড়ে উঠেছে। যা তাদের আচার-আচরণে ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে প্রকাশ পাচ্ছে।

অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ফলে পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর সমঅধিকার ও নারী স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা নারী-পুরুষের চিরায়ত সম্পর্কে পরিবর্তন এনেছে। এখন নারী-পুরুষ একত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আমাদের সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো। এই পরিবর্তন মানুষের জীবন যাপন, পেশা, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডিজিটাল নির্ভরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হচ্ছে।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

সংস্কৃতির বস্তুগত ও অনন্তগত উপাদানের ইতিবাচক বা উর্ধ্বমুখী পরিবর্তন সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানো। বিশেষ করে প্রযুক্তি এক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এছাড়া শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, গবেষণা, খেলাধুলা, বিনোদন, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, বৈদেশিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটেছে। কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা ও শিক্ষায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতিতে উন্নয়ন বয়ে আনছে।

পশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসরণে আমাদের দেশে বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, বহুজাতিক কোম্পানি, আধুনিক বিপণী বিতান ইত্যাদির সম্প্রসারণ হয়েছে। ফলে এগুলোকে ঘিরে এক ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে যা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করছে।

বিশ্বের উন্নত দেশের অনুকরণে প্রচলিত ধারার শিক্ষার সাথে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা চলছে। আবার প্রচলিত ধারার শিক্ষার পাশাপাশি দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এসব পরিবর্তন মূলত শিক্ষা সংস্কৃতিরই পরিবর্তন, যা শিক্ষার

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম বা প্রাইভেট চ্যানেল প্রতিষ্ঠার ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়েছে। যার মাধ্যমে সংস্কৃতির বিস্তার ঘটছে দ্রুত এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তাদের আচরণে কাজীকৃত পরিবর্তন ঘটছে। এটি একটি সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

পাঠ-৫: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিকাশ ধারা

বাঙালি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী একটি প্রাচীন জাতি। মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে, যেসব জিনিস ব্যবহার করে, যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, যা কিছু সৃষ্টি করে, সব নিয়েই তার সংস্কৃতি। খাদ্য, বাসস্থান, তৈজসপত্র, যানবাহন, পোশাক, অলঙ্কার, উৎসব, গীতবাদ্য, ভাষা-সাহিত্য সবই তার সংস্কৃতির অংশ। তবুও এর মধ্যে সৃষ্টিশীল কিছু কিছু কাজ সংস্কৃতির বিচারে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলোকে আমরা বলি শিল্পকলা। আমরা আমাদের সেই সব সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হব এবং দৃশ্যশিল্প, সাহিত্যশিল্প ও সঙ্গীতশিল্প এই তিন শাখায় আমাদের অবদান ও কীর্তি স্মরণ করব।

দৃশ্যশিল্প: এগুলো বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসাবে পরিচিত। পলিমাটিতে গড়া আমাদের এই দেশ। এই দেশে একদিকে মাটি আর অন্যদিকে এ মাটিতে জন্মানো বাঁশ মানুষের ঘর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সুনির্মিত ঘর হলো মাটির তৈরি ও বাঁশের তরজার ছাউনিযুক্ত দোচালা, চারচালা, এমনকি আটচালা। কখনো কখনো বাঁশের কাঠামোর উপর শন দিয়ে চাল ছাওয়া হয়েছে। এখনও গ্রামগঞ্জে এরকম ঘর দেখা যায়।

একসময় ছাঁচ অনুযায়ী মাটির তৈরি ইট দিয়ে মন্দির বানানো হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শিল্পমূল্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি অঙ্কন করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়া। এগুলোকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলা হয়। দিনাজপুরের কান্তজি মন্দিরে এভাবে পোড়ামাটির শিল্পকর্মে রামায়ণের কাহিনিসহ নানা সামাজিক জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারেও পোড়ামাটির প্রচুর কাজ আছে। এতে সেকালের সমাজ জীবনের ছবি পাওয়া যায়। কালো রঙের কষ্টিপাথর আর নানা রকম মাটি দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বানানোর ঐতিহ্যও বেশ পুরনো।

তবে পালয়ুগে তালপাতার পুঁথিতে দেশীয় রঙ দিয়ে যেসব ছবি আঁকা হয়েছে তার প্রশংসা আধুনিক বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছ থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। হাজার বছর পরেও ছবিগুলো চমৎকার ঝকঝকে রয়েছে। পুঁথিগুলো ছিল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের।

বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। প্রাচীন বাংলার দুকূল কাপড়ের বেশ খ্যাতি ছিল। কোটিল্য বলেছেন, পুণ্ড্রদেশের (উত্তরবঙ্গ) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণির মতো মসৃণ। দুকূল ছিল খুব মিহি আর ক্ষৌমবস্ত্র একটু মোটা। পত্রোর্ণ নামে এন্ডি বা মুগা জাতীয় সিল্ক তৈরি হতো মগধ ও পুন্ড্র। সেকালে এদেশের দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও

কার্পাস কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো।

বাংলায় বিভিন্ন সময় যেসব কাপড় উৎপন্ন হতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাসা, এলাচি, হামাম, চৌতা, উত্তানি, সুসিজ, কোসা, মলমল, সুরিয়া, শিরবাদ ইত্যাদি। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় এতই সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের ছিল যে এ কাপড় নিয়ে বহু কাহিনি বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার শাড়ির খ্যাতিও বহুকালের সিন্ধু, জামদানি, টাঙ্গাইল, মসলিন, গরদ ইত্যাদি এখনও সুপরিচিত।

সুলতানি আমল থেকে বাংলার স্থাপত্যশিল্পে ইরানি প্রভাব পড়তে শুরু করে। গম্বুজ ও খিলানসহ মসজিদ তো নির্মিত হয়েছেই, অনেক দপ্তর ও বাড়িঘরও তৈরি হয়েছে এই রীতিতে। ছোট সোনা মসজিদ, নবাব কাটরা, ঢাকার লালবাগের কুঠি এ সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন।

বাংলার নকশিকাঁথার কথা না বললেই নয়। গ্রামীণ নারীরা ঘরে ঘরে কাঁথা সেলাই করে তাতে আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনি ও ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখনও গ্রামীণ সমাজের নারীরা এই শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন।

এছাড়া কাঠের কাজ বা কারুশিল্প, শিল্পের কাজ, বাঁশ-বেত ও শোলার কাজেও বাংলার মানুষ যেমন দক্ষতা দেখিয়েছে তেমনি তাদের সৃজনশীল মনের প্রকাশ ঘটিয়েছে।

প্র্যাকটিস

কাজ- ১: বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশে ভূমিকা রেখেছে এমন কয়েকটি দৃশ্যশিল্পের উল্লেখ করো।

কাজ- ২: পোড়ামাটির কাজ বলতে কী বুঝায়? কয়েকটি কাজের দৃষ্টান্ত দাও।

কাজ- ৩: বাংলার প্রাচীন দৃশ্যশিল্পের তালিকা তৈরি করো। এসবের নিদর্শন ও ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করো।

সাহিত্য: বাঙালির প্রথম যে সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায় তা চর্যাপদ নামে পরিচিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন। পরে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন। তিনি গবেষণা করে জানান প্রায় বারোশো বছর আগে বৌদ্ধ সাধকরা এগুলো লিখেছেন। এখন হয়ত আমাদের পক্ষে এগুলো বোঝা কঠিন হবে। তাছাড়া শাব্দিক অর্থ ছাড়াও এগুলোর ভাবার্থও বুঝতে হয়। এগুলোই হলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা। চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুইপা এবং কারুপা প্রমুখ। আমরা নিচে চর্যাপদের একটি নমুনা ও তার অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত হব।

লুই পা লিখেছেন-

কা আ তরুর পাঞ্চ বি ডাল

চঞ্চল চীএ পইঠা কাল

বাংলায় এর শাব্দিক অর্থ হলো-

শ্রেষ্ঠ তরু এই শরীর, পাঁচটি তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল (ধ্বংসের প্রতীক) প্রবেশ করে। এর ভাবার্থ হলো- শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাঁচটি ডাল স্বরূপ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে জানাশোনা চলে। এতে বেশি আকৃষ্ট হলে বস্তুজগতকেই মানুষ চরম ও পরম জ্ঞান করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনি নিয়ে এসব আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছে। এগুলো বৈষ্ণব পদাবলী নামে পরিচিতি। বৈষ্ণব সমাজব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমানে এতই ঘনিষ্ঠ ভাব ছিল যে অনেক মুসলমান কবিও পদাবলি রচনা করেছেন।

দেশীয় দেবদেবীকে নিয়েও নানা কাব্যকাহিনি রচিত হয়েছে এক সময়। এগুলো মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে সেকালের বাংলার সমাজচিত্র পাওয়া যায়।

মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনি এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। ইউসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু, সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত সব পুঁথির নাম। আলাওল রচিত পদ্মাবতী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত।

ইংরেজ আমলে উনিশ শতকে আমাদের দেশে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সমসাময়িক সাহিত্যিকরা যার উপর সৌধ তুলেছেন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে শোভন ও সুন্দর করে পূর্ণতা দিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মশাররফ হোসেন, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন।

সংগীত শিল্প

বাংলা চিরকালই সংগীতের দেশ। এখানকার মাঠে-প্রান্তরে কৃষক হাল চাষ করতে করতে যেমন গান বেঁধেছে তেমনি নদী ও খালে নৌকা বাইতে বাইতে মাঝিও গলা ছেড়ে গান গেয়েছে। আবার সাধারণ মানুষ তার মতো করে গানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছে। আমরা সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায় আমাদের দুই আদি সংগীত চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলীর কথা আগেই জেনেছি। কীর্তনগান প্রধানত হিন্দু সমাজে হতো, এখনও হয়। তবে বাউল ও ভাটিয়ালি গান গ্রামের হিন্দু- মুসলমান সকলেই গেয়ে থাকে। মুর্শিদি, পালাগান, বারমাস্যা, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা ইত্যাদি বহু ধরনের আঞ্চলিক লোকগান ছড়িয়ে আছে সারা বাংলা জুড়ে।

শহরাঞ্চলে একসময় পাঁচালি, খেউড়, খেমটা প্রভৃতি গানের আসর বসত। তবে উত্তর ভারতের সংস্পর্শে এসে হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাথে বাঙালি সংগীত সাধকদের পরিচয় ঘটে। তার প্রভাবে এখানে নাগরিক সংগীতের বিকাশ ঘটে। নিধুবাবু, কালী মির্জা প্রমুখ হয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলার নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছায়। তারই গান আজ আমাদের জাতীয় সংগীত- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এ

গানের সুর তিনি নিয়েছেন বাউল গানের সুর থেকে। রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে পরে আরও অনেকেই বাংলার নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আপন স্বাতন্ত্র্যে ও বৈচিত্র্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। মাত্র কুড়ি বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে তিনি প্রায় ছয় হাজারের মতো গান লিখেছেন। অতুল প্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন আধুনিক বাংলা গানের সমৃদ্ধিতে এদের অবদানও ব্যাপক।

❓ বহুনির্বাচনী (MCQ)

০১। প্রাচীনকালে বাংলার কোন কাপড়ের বেশ সুনাম ছিল?

(ক) কার্পাস (খ) পত্রোর্ণ (গ) ক্ষৌম (ঘ) দুকূল উত্তর: ঘ

০২। সুলতানি আমলে বাংলার কোন ক্ষেত্রে ইরানি তরানি প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়?

(ক) সাহিত্যকর্মে (খ) স্থাপত্যশিল্পে (গ) উচ্চাঙ্গ সংগীতে (ঘ) তাঁতশিল্পে উত্তর: খ

০৩। কীর্তনগান রচনায় মুসলমান কবিগণও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেননা সুলতানি আমলে—

- i. হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ
 - ii. শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব ছিল ব্যাপক
 - iii. এটিই বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম ছিল
- নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i ও iii উত্তর: গ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মনু মাঝি নৌকা বাইছে। নতুন ধানে ভরা তার নৌকা। মনের সুখে গলা ছেড়ে গাইছে বাংলার চির পরিচিত একটি গান।

‘মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না।’ [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃ বিদ্যালয়]

০৪। সজিব মাঝি কোন ধরনের গান গাইছেন?

(ক) মুর্শিদি (খ) বারমাস্যা (গ) ভাওয়াইয়া (ঘ) বাউল উত্তর: ক

০৫। সজিব মাঝির গানের মধ্যে কোনটি বেশি প্রকাশ পেয়েছে?

(ক) আধ্যাত্মিক সাধনা (খ) নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
(গ) নৈসর্গিক অবস্থা (ঘ) সাহিত্য শিল্পের চর্চা উত্তর: ক

০৬। হিন্দু ও বৌদ্ধরা দেবদেবী ও ঈশ্বরের মূর্তি বানানোর জন্য এটেলমাটির সাথে আর কী ব্যবহার করত?

(ক) সাদা পাথর (খ) ইট
(গ) বাঁশ (ঘ) কালো কাষ্ট পাথর উত্তর: ঘ

০৭। বাংলার প্রথম সাহিত্য কনার নাম কী?

(ক) মহাভারত

(খ) চণ্ডিদাস

(গ) চর্যাপদ

(ঘ) সীতার বনবাস

উত্তর: গ

০৮। মুর্শিদি, পালাগান, গান্ধীরা ইত্যাদি কী ধরনের গান?

(ক) উচ্চাঙ্গসংগীত

(খ) আধুনিক গান

(গ) আঞ্চলিক লোকগান

(ঘ) রবীন্দ্রসংগীত

উত্তর: গ

০৯ প্রায় কত বছর আগে চর্যাপদ রচিত হয়েছিল?

(ক) এক হাজার বছর

(খ) দেড় হাজার বছর

(গ) দুই হাজার বছর

(ঘ) তিন হাজার বছর

উত্তর: খ

১০। কাজী নজরুল ইসলাম কত হাজার গান লিখেছেন?

(ক) প্রায় তিন হাজার

(খ) প্রায় চার হাজার

(গ) প্রায় পাঁচ হাজার

(ঘ) প্রায় ছয় হাজার

উত্তর: ঘ

১১। ছোট সোনা মসজিদ, নবাব কাটারা কোন আমলের স্থাপত্য নিদর্শন?

(ক) মোঘল

(খ) সুলতানি

(গ) ব্রিটিশ

(ঘ) পাকিস্তানি

উত্তর: খ

১২। কাকে চিত্রকলার পথিকৃৎ বলা হয়?

(ক) কামরুল হাসান

(খ) জয়নুল আবেদিন

(গ) এস, এম সুলতান

(ঘ) সফিউদ্দিন আহমেদ

উত্তর: খ

১৩। লোকগানে আবদুল আলীম কী হিসেবে পরিচিত ছিলেন?

(ক) সম্রাট

(খ) রাজা

(গ) যুবরাজ

(ঘ) ওস্তাদ

উত্তর: গ

১৪। দেশীয় দেবদেবীকে নিয়ে রচিত কাব্যকাহিনী কী নামে পরিচিত?

(ক) মঙ্গলকাব্য

(খ) রোমান্টিক কাব্য

(গ) গদ্যকাব্য

(ঘ) ছন্দকাব্য

উত্তর: ক

১৫। দিনাজপুর কান্তজির মন্দিরের টেরাকোটা শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে-

(ক) সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি

(খ) অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি

(গ) সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি

(ঘ) যুদ্ধের কলাকৌশলের প্রতিচ্ছবি

উত্তর: ক

১৬। প্রাচীনকালে বাংলায় কোন কাপড়ের বেশ সুনাম ছিল?

(ক) কার্পাস

(খ) দুকূল

(গ) ক্ষৌম

(ঘ) পত্রোর্ণ

উত্তর: খ

১৭। পুঁথিশিল্প সমৃদ্ধ ছিল কোন যুগে?

(ক) সেন

(খ) পাল

(গ) মোঘল

(ঘ) সুলতানি

উত্তর: ঘ

১৮। নকশি কাঁথা শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন কারা?

(ক) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

(খ) দরিদ্র নারীরা

- (গ) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা (ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠান উত্তর: খ
- ১৯। বিহন শিক্ষা সফরে পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার হতে ঘুরে এসেছে। বিহন বাংলাদেশে শিল্পকলার কোন শাখারসাথে পরিচিত হয়েছে?
- (ক) চিত্রশিল্প (খ) লোকশিল্প (গ) দৃশ্যশিল্প (ঘ) সাহিত্যশিল্প উত্তর: গ
- ২০। খাসা, এলাচি, মলমল, সুসিজ এগুলো किसের নাম?
- (ক) মসলার নাম (খ) কাপড়ের নাম
- (গ) মজাদার খাবারের নাম (ঘ) তাঁত শিল্পের নাম উত্তর: খ
- ২১। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন কে?
- (ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগর (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তর: ক
- ২২। বৈষ্ণব পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তা কে?
- (ক) বিদ্যাসগর (খ) কাহ্ন পা (গ) জ্ঞান দাস (ঘ) ঘনরাম উত্তর: গ
- ২৩। “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি”- এ গানের সুর কোন গানের সুর থেকে নেওয়া হয়েছে?
- (ক) বাউল (খ) ভাওয়াইয়া (গ) মুর্শিদি (ঘ) গম্ভীরা উত্তর: ক
- ২৪। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনটি?
- (ক) ললিতকলা চর্চা করা (খ) সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করা
- (গ) সাংস্কৃতিক নিদর্শন (ঘ) জাতীয়তাবাদ চর্চা উত্তর: ক
- ২৫। যুক্তিবাদী মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন কারা?
- (ক) আহসান হাবিব ও আব্দুল হক
- (খ) মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও আবু ইসহাক
- (গ) সৈয়দ শামসুল হক ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
- (ঘ) কাজী মোতাহের হোসেন ও ড. আহমদ শরীফ উত্তর: ঘ
- ২৬। সংস্কৃতি মানুষের—
- i. চিন্তাশক্তি বিকশিত করে
- ii. সম্পদ বৃদ্ধি করে
- iii. সৃজনশীলতার পরিচয় বাড়ায়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii উত্তর: গ
- ২৭। বঙ্গভঙ্গের ফলে—

i. মুসলিম লীগের জন্ম ত্বরান্বিত হয়

ii. সাম্প্রতিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়

iii. দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

২৮। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কোন কোন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন?

i. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন

ii. চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেছেন

iii. আঞ্চলিক ভাষায় অভিধান সংকলন করেছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

২৯। যে সব বাঙালি নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন আপন—

i. স্বাতন্ত্র্যে

ii. উৎকর্ষে

iii. বৈচিত্র্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: খ

৩০। বাংলা একাডেমির কাজ হলো—

i. বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন

ii. বাংলাভাষা, সাহিত্য, নাটক ও নৃত্যকলার গবেষণা ও প্রসার ঘটানো

iii. শিল্পকলা ও সাহিত্য চর্চায় শিশুদের উৎসাহিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক

৩১। প্রত্যেক জেলা শহরে শাখা রয়েছে—

i. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির

ii. বাংলাদেশ শিশু একাডেমির

iii. বাংলা একাডেমির

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কিছু ব্যক্তিত্বের অবদানে আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের পরিচয় বিশ্বজুড়ে। তাছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কাজ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে গড়ে উঠে।

৩২। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে তথ্য হলো—

- এটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
 - এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়
 - এটি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত
- নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর:

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩ ও ৩৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৮ম শ্রেণির ছাত্র সানি দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে বেড়াতে গেলে তার বইয়ে পঠিত এক ধরনের শিল্প দেখতে পায়।

৩৩। সানির দেখা শিল্পটি হলো—

(ক) পোড়ামাটির শিল্প (খ) সাহিত্য শিল্প (গ) সঙ্গীত শিল্প (ঘ) চিত্রশিল্প উত্তর: ক

৩৪। এ শিল্প সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো—

- এটিকে টেরাকোটাও বলা হয়
 - ছোট সোনা মসজিদেও এ শিল্প দেখা যায়
 - এতে সেকালের সমাজজীবনের ছবি পাওয়া যায়
- নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

পাঠ-১: দৃশ্যশিল্প

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫। কোন মাটিতে গড়া আমাদের এই দেশ?

(ক) বেলে (খ) পলি (গ) এঁটেল (ঘ) দোআঁশ উত্তর: খ

৩৬। গ্রামগঞ্জের বেশির ভাগ ঘরের চাল কী দিয়ে ছাওয়া?

(ক) টিন (খ) ইট (গ) কাঠ (ঘ) শন উত্তর: ঘ

৩৭। দৃশ্যশিল্পের বেশির ভাগই কী ধরনের সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত?

(ক) অবস্তুগত (খ) বস্তুগত (গ) সাহিত্য (ঘ) উত্তর: খ

- ৩৮। কান্তজির মন্দির কোথায় অবস্থিত? [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃ বিদ্যালয়]
(ক) বগুড়া (খ) রাজশাহী (গ) রংপুর (ঘ) দিনাজপুর উত্তর: ঘ
- ৩৯। পোড়ামাটির কাজ দিয়ে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে কোথায়? [খুলনা জিলা স্কুল]
(ক) সোমপুর বিহার (খ) কান্তজির মন্দির
(গ) পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার (ঘ) কুমিল্লার ময়নামতিতে উত্তর: খ
- ৪০। কোন যুগে তালপাতার পুঁথিতে দেশীয় রঙের সাহায্যে ছবি আঁকা হতো?
(ক) সেন (খ) মৌর্য (গ) সুলতানি (ঘ) পাল উত্তর: ঘ
- ৪১। পত্রোর্ণ নামে এন্ডি বা মুগা জাতীয় সিল্ক তৈরি হতো কোথায়?
(ক) পুন্ড্র (খ) সমতটে (গ) বরেন্দ্রে (ঘ) বঙ্গ উত্তর: ক
- ৪২। বাংলার বিখ্যাত কোন কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল?
(ক) এলাচি (খ) মসলিন (গ) উতানি (ঘ) জামদানি উত্তর: খ
- ৪৩। ঢাকার লালবাগ কুঠি কোন আমলের স্থাপত্য নিদর্শন?
(ক) মুঘল (খ) পাল (গ) সেন (ঘ) সুলতানি উত্তর: ঘ
- ৪৪। দৃশ্যশিল্পের মাধ্যমে কোনটি ফুটে ওঠে?
(ক) সমাজ জীবনের ছবি (খ) পুরাতন জাতির ছবি
(গ) রাজনীতির ছবি (ঘ) অর্থনৈতিক জীবনের ছবি উত্তর: ক
- ৪৫। একসময় ছাঁচ অনুযায়ী মন্দির বানানো হতো কী দিয়ে?
(ক) টিন দিয়ে (খ) ইট দিয়ে (গ) শণ দিয়ে (ঘ) বাঁশ দিয়ে উত্তর: খ
- ৪৬। এখনও আমাদের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ ঘর কিরূপ?
(ক) টিনের বেড়ার শণ দিয়ে চাল ছাওয়া
(খ) বাঁশের দেয়ালের উপর টিন দিয়ে ছাওয়া
(গ) বাঁশের কাঠামোর উপর শণ দিয়ে চাল ছাওয়া
(ঘ) পাথরের দেয়ালের উপর টিন দিয়ে চাল ছাওয়া উত্তর: গ
- ৪৭। পালযুগের পুঁথিগুলো কোন পাতার ছিল?
(ক) নারকেল পাতার (খ) তালপাতার (গ) কাঁঠাল পাতার (ঘ) কলাপাত উত্তর: খ
- ৪৮। পুণ্ড্রদেশের দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণির মতো মসৃণ একথা কে বলেছেন?
(ক) ইবনে বতুতা (খ) কৌটিল্য (গ) ফা-হিয়েন (ঘ) চন্ডিদাস উত্তর: খ
- ৪৯। বাংলার কোন শিল্পের সুনাম বহুকালের? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) তাঁত (খ) পোশাক (গ) চট (ঘ) কুটির উত্তর: ক

৫০। কী দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীদের মূর্তি বানানোর ঐতিহ্য বেশ পুরনো?

(ক) সাদা পাথর

(খ) চীনা মাটি

(গ) সেগুন কাঠ

(ঘ) কালো রঙের কষ্টিপাথর

উত্তর: ঘ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১। সংস্কৃতির অংশ হলো-

i. খাদ্য

ii. বাসস্থান

iii. যানবাহন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

৫২। জিম পুরনো ঐতিহ্যের মাধ্যমে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বানাতে চায়। এগুলো তৈরি করতে জিম ব্যবহার করবে-

i. কালো রঙের কষ্টিপাথর

ii. মূল্যবান টাইলস

iii. নানারকম মাটি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: খ

৫৩। গ্রামীণ মহিলাদের নকশি কাঁথার মাধ্যমে প্রকাশ পায়-

i. নিপুণতার পদ্ধতাহিনী

ii. নিপুণতার ছবি

iii. স্বাধীন বাংলার প্রতিচ্ছবি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক

৫৪। রোহান সুলতানি আমলের দৃশ্যশিল্পগুলো ভ্রমণ করে দেখেছে। সে যা দেখেছে -

i. সোমপুর বিহার

ii. ছোট সোনা মসজিদ

iii. নবাব কাটরা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: গ

৫৫। কান্তজির মন্দির ও পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার বাংলার মানুষের যে দিক তুলে ধরে বলে তুমি মনে কর—

- সৃজনশীলতা
- সামাজিক জীবন
- অর্থনৈতিক জীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

৫৬। তালপাতার পুঁথির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্যসমূহ হলো-

- বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের
- পাল যুগের শিল্পকর্ম
- দেশীয় রং দিয়ে আঁকা ছবি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৫৭। যেসব বিষয়ের সম্মিলিত রূপ সংস্কৃতি সেগুলো হলো-

- জীবনযাপন প্রণালি
- আচার অনুষ্ঠান
- ভাষা সাহিত্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৫৮। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সুনির্মিত ঘর হলো-

- মাটির তৈরি
- বাঁশের তরজার ছাউনিযুক্ত
- বাঁশের কাঠামোর উপর শণ দিয়ে চাল ছাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলার গ্রামীণ মহিলারা সারাদিনের কাজ শেষ করে অবসর সময়ে এক ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি করেন। এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে তারা তাদের বিরহগাঁথা ও গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলেন।

৫৯। অনুচ্ছেদটি গ্রামীণ নারীদের তৈরি কোন শিল্পকর্মের কথা বলা হয়েছে?

(ক) শঙ্খের কাজ (খ) কাঠের কাজ (গ) নকশিকাঁথা (ঘ) পোড়ামাটির কাজ উত্তর: গ

৬০। উক্ত শিল্পকর্মটি তৈরির ফলে দরিদ্র নারীদের-

i. আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়

ii. সৃজনশীল মনের প্রকাশ ঘটে

iii. শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬১ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাঙালি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী প্রাচীন জাতি। এর সংস্কৃতিতে এক ধরনের শিল্প রয়েছে যেটি দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির ও পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে দেখা যায়। এই শিল্পের ঐতিহ্য বেশ পুরনো।

৬১। অনুচ্ছেদে কোন শিল্পের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে?

(ক) স্থাপত্য (খ) কারু (গ) পোড়ামাটির (ঘ) সাহিত্য উত্তর: গ

৬২। উক্ত শিল্পের অবদান-

i. জাতির চিন্তাশক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে

ii. জাতির সৃজনশীলতা প্রকাশের ক্ষেত্রে

iii. সেকালের সমাজজীবনের ছবি পাওয়ার ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

পাঠ-২: সাহিত্য

৬৩। চর্যাপদ কারা লিখেছেন?

(ক) হিন্দু সন্ন্যাসীরা (খ) বৌদ্ধ সাধকরা (গ) খ্রিষ্টান পাদ্রীরা (ঘ) মুসলিম সাধকরা উত্তর: খ

৬৪। বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্মের নিদর্শন কী?

(ক) চর্যাপদ (খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (গ) চৈতন্য মঙ্গল (ঘ) শূন্যপুরাণ উত্তর: ক

৬৫। চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন কে?

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]

(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(খ) শ্রী চৈতন্য দেব

(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

উত্তর: ঘ

৬৬। বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে কখন?

(ক) সুলতানি আমলে (খ) পাল আমলে (গ) সেন আমলে (ঘ) মুঘল আমলে উত্তর: ক

৬৭। দেশীয় দেবদেবী নিয়ে রচিত কাব্যকাহিনীর নাম কী?

- (ক) মঙ্গলকাব্য (খ) গীতি কাব্য (গ) কথ্যকাব্য (ঘ) কাব্যকথা উত্তর: ক
৬৮। পদ্মাবতীর রচয়িতা কে?
- (ক) আমির হামজা (খ) ফকির গরিবুল্লাহ (গ) আবদুল হাকিম (ঘ) আলাওল উত্তর: ঘ
৬৯। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কে ছিলেন?
- (ক) ভাষা বিজ্ঞানী (খ) সাহিত্যিক (গ) ঔপন্যাসিক (ঘ) নাট্যকার উত্তর: ক
৭০। লুই পা রচিত চর্যাপদে কয়টি ইন্ডিয়ের কথা উল্লেখ আছে?
- (ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) ছয় উত্তর: গ
৭১। কখন বাংলা গদ্যের সূচনা হয়?
- (ক) ইংরেজ আমলে (খ) সুলতানি আমলে (গ) পাকিস্তানি আমলে (ঘ) পাল আমলে উত্তর: ক
৭২। কে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে শোভন ও সুন্দরভাবে পূর্ণতা দান করেন?
- (ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) মাইকেল মুখুসুদন দত্ত (ঘ) মীর মশাররফ হোসেন উত্তর: খ
৭৩। সুলতানি আমলের সমাজব্যবস্থায় অনেক মুসলমান কবি পদাবলী রচনা করেছেন কেন?
- (ক) হিন্দু-মুসলমানে ঘনিষ্ঠতাব থাকার কারণে
(খ) হিন্দু-বৌদ্ধে ঘনিষ্ঠতাব থাকার কারণে
(গ) হিন্দু-মুসলমানে শত্রুতাব থাকার কারণে
(ঘ) পদাবলী রচনায় কঠোর আইন থাকার কারণে উত্তর: ক
৭৪। শাব্দিক অর্থ ছাড়াও চর্যাপদের কী বুঝতে হয়? [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- (ক) সারমর্ম (খ) ভাবার্থ (গ) ধর্মকথা (ঘ) নীতিকথা উত্তর: খ
৭৫। চর্যাপদ কী?
- (ক) এক প্রকার গান (খ) কবিতা (গ) উপন্যাস (ঘ) নাটক উত্তর: ক
৭৬। ‘কা আ তরুণের পাখি বি ডাল চঞ্চল চীএ পইঠা কাল। এটি কিসের অংশবিশেষ?
- (ক) বৈষ্ণব পদাবলী (খ) রামায়ণ (গ) পদ্মাবতী (ঘ) চর্যাগীতি উত্তর: ঘ
৭৭। ‘কা আ তরুণের পাখি বি ডাল, চঞ্চল চীএ পইঠা কাল। - এটি কে রচনা করেছেন?
- (ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) লুই পা (গ) কাহ্ন পা (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তর: খ
৭৮। প্রায় কত বছর আগে চর্যাপদ রচিত হয়েছিল?
- (ক) এক হাজার (খ) দেড় হাজার (গ) দুই হাজার (ঘ) তিন হাজার উত্তর: খ
৭৯। ধর্মমঙ্গল কে লিখেছেন? [ভিকারুন নিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ]
- (ক) কালিদাস (খ) মুকুন্দরাম (গ) বিজয়গুপ্ত (ঘ) ঘনরাম উত্তর: ঘ

৮০। সুলতানি আমলে কিসের প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে?

(ক) শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার

(খ) সুফি ভাবধারার

(গ) ঐশ্বরিক ভাবধারার

(ঘ) লোকসঙ্গীতের ভাবধারার

উত্তর: ক

৮১। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে রচিত আবেগপূর্ণ গানগুলো কী নামে পরিচিত?

(ক) খেমটা

(খ) বৈষ্ণব পদাবলী

(গ) খেউড়

(ঘ) পাঁচালি

উত্তর: খ

৮২। মনসামঙ্গল রচনা করেছেন কে?

(ক) বিজয়গুপ্ত

(খ) ঘনরাম

(গ) ভারতচন্দ্র

(ঘ) মুকুন্দরাম

উত্তর: ক

৮৩। আমাদের দেশে বাংলা গদ্যের সূচনা হয় কোন সময়ে?

(ক) ষোল শতকে

(খ) সতের শতকে

(গ) আঠার শতকে

(ঘ) উনিশ শতকে

উত্তর: ঘ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৪। বৈষ্ণব পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে আছেন-

i. বিদ্যাপতি

ii. চণ্ডীদাস

iii. জ্ঞানদাস

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

৮৫। মঙ্গলকাব্যে ফুটে উঠেছে—

i. দেবদেবী সম্পর্কিত কাব্যকাহিনী

ii. রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী

iii. সেকালের বাংলার সমাজচিত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: খ

৮৬। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন-

i. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ii. মীর মশাররফ হোসেন

iii. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আরাফ তার মামার সাথে একুশের বইমেলায় গিয়ে একটি বই খুলে কিছু অজানা বাক্য দেখতে পায়। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসার জবাবে তার মামা বললেন, এগুলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা। এ সাহিত্য কর্মের ধারাবাহিকতায় বাংলার অনেক কবি-সাহিত্যিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

৮৭। আরাফ অজানা বাক্যগুলোতে বাংলা সাহিত্যের কোন সাহিত্যকর্মের নমুনা ফুটে উঠেছে?

(ক) প্রবন্ধ (খ) পুঁথি (গ) চর্যাপদ (ঘ) বৈষ্ণব পদাবলী উত্তর: গ

৮৮। উক্ত সাহিত্যকর্ম ভূমিকা রেখেছে-

- বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম হিসেবে
- বাংলার সংগীত শিল্পকে এগিয়ে নিতে
- বাংলা সাহিত্যের বিকাশে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

পাঠ-৩: সংগীত শিল্প

৮৯। বাংলাদেশ চিরকালই কিসের দেশ হিসেবে পরিচিত?

(ক) সংগীতের (খ) স্বর্ণের (গ) শিল্পের (ঘ) মুক্তার উত্তর: ক

৯০। গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কী সাধনা করে?

(ক) কাব্যের (খ) আধ্যাত্মিক (গ) সাহিত্যের (ঘ) উন্নয়নের উত্তর: খ

৯১। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' এ সংগীতটির রচয়িতার নাম কী?

(ক) কবি জসীমউদ্দীন (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তর: ঘ

৯২। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র কুড়ি বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে কতসংখ্যক গান রচনা করেন?

(ক) এক হাজার (খ) তিন হাজার (গ) পাঁচ হাজার (ঘ) ছয় হাজার উত্তর: ঘ

৯৩। গম্ভীরা কী ধরনের গান?

(ক) উচ্চাঙ্গ সংগীত (খ) আধুনিক গান (গ) আঞ্চলিক লোকগান (ঘ) রবীন্দ্র সংগীত উত্তর: গ

৯৪। কীর্তন গানের প্রতি আমাদের দুর্বলতা ছিল। আমাদের ভালোবাসার এ গানগুলো কোন সমাজ থেকে এসেছে?

(ক) বৌদ্ধ সমাজ (খ) শিখ সমাজ (গ) হিন্দু সমাজ (ঘ) মুসলিম সমাজ উত্তর: গ

৯৫। হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাথে বাঙালি সঙ্গীত সাধকদের পরিচয়ের ফলে কী হয়?

(ক) সাহিত্যের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয় (খ) নাগরিক সংগীতের বিকাশ ঘটে

(গ) আধুনিক বাংলা গানের বিকাশ ঘটে (ঘ) আঞ্চলিক লোকগানের বিকাশ ঘটে উত্তর: খ

৯৬। বাংলার নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছায় কার হাতে?

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উত্তর: খ

৯৭। আমাদের জাতীয় সংগীতের সুর বাউল গান থেকে নিয়েছেন কে?

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম

(গ) অতুল প্রসাদ সেন (ঘ) রজনীকান্ত সেন উত্তর: ক

৯৮। কীর্তন গান প্রধানত কোন সমাজে গাওয়া হতো?

(ক) মুসলিম সমাজে (খ) হিন্দু সমাজে (গ) খ্রিষ্টান সমাজে (ঘ) বৌদ্ধ সমাজে উত্তর: খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৯। আমাদের দুই আদি সংগীত হলো—

i. বৈষ্ণব পদাবলী

ii. জঙ্গনামা

iii. চর্যাপদ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

১০০। গ্রামের হিন্দু-মুসলিম সবাই গায়-

i. কীর্তন গান

ii. বাউল গান

iii. ভাটিয়ালি গান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

১০১। বাংলার অনেক মনীষী গানকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছেন। এদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষ স্থান দখল করে আছেন—

i. অন্যের স্বাতন্ত্র্যে

ii. আপন বৈচিত্র্যে

iii. আপন স্বাতন্ত্র্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

১০২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও বাংলার নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন—

i. নিধুবাবু

ii. কালী মির্জা

iii. কাজী নজরুল ইসলাম

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৩ ও ১০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলার মানুষ প্রকৃতিপ্রেমী। এরা গানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছে। এখানকার কৃষক, মাঝিসহ সবাই গলা ছেড়ে গান গায়। তেমনি করে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতেও প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের কথা ফুটে উঠেছে। আমাদের জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন বিশ্ব বরেন্য কবি। তিনি বাউল গানের সুর থেকে এর সুরও করেছেন।

১০৩। অনুচ্ছেদের বিশ্ব বরেন্য কবি কে?

(ক) কাজী নজরুল ইসলাম

(খ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(গ) অতুল প্রসাদ সেন

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর: ঘ

১০৪। উক্ত বিশ্ববরেন্য ব্যক্তি অবদান রেখেছেন-

i. নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছাতে

ii. বাংলা সাহিত্যকে শোভন ও সুন্দর করে পূর্ণতা দানে

iii. বাংলার আঞ্চলিক লোকগানকে সমৃদ্ধ করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক

পাঠ-৪: প্রতিষ্ঠান

১০৫। চিত্রকলার পথিকৃৎ কে?

(ক) বুলবুল চৌধুরী

(খ) জহির রায়হান

(গ) আহসান হাবীব

(ঘ) জয়নুল আবেদিন

উত্তর: ঘ

১০৬। তারেক মাসুদ কে ছিলেন?

(ক) চলচ্চিত্রকার

(খ) নাট্যকার

(গ) সাংবাদিক

(ঘ) ঔপন্যাসিক

উত্তর: ক

১০৭। জাতির মননের প্রতীক বলা হয় কোন প্রতিষ্ঠানকে?

(ক) শিল্পকলা একাডেমি

(খ) শহিদ মিনার

(গ) বাংলা একাডেমি

(ঘ) জাতীয় সংসদ

উত্তর: গ

১০৮। কাকে লোক সংগীতের সম্রাট বলা হয়?

(ক) আব্বাসউদ্দিন আহমদ

(খ) শওকত ওসমান

- (গ) আব্দুল আলিম (ঘ) আবু ইসহাক উত্তর: ক
- ১০৯। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেন কে?
- (ক) ড. আহমদ শরীফ (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
- (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ঘ) প্রমথ চৌধুরী উত্তর: গ
- ১১০। আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস লিখেছেন কে?
- (ক) কাজী মোতাহার হোসেন (খ) এনামুল হক
- (গ) এস এম সুলতান (ঘ) সফি উদ্দিন উত্তর: খ
- ১১১। জাতির নানা দুঃসময়ে নারীদের মধ্যে সাহসী ভূমিকার জন্য কোন কবির নাম স্মরণীয়?
- (ক) বেগম রোকেয়া (খ) কবি সুফিয়া কামাল (গ) জাহানারা ইমাম (ঘ) সেলিনা হোসেন উত্তর: খ
- ১১২। এফ আর খান কিসের জন্য বিখ্যাত? [ব্লু বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
- (ক) স্থাপত্যকলা (খ) সংগীত (গ) কারুশিল্প (ঘ) চিত্রকলা উত্তর: ক
- ১১৩। উচ্চাঙ্গ সংগীতে উপমহাদেশ খ্যাত কে?
- (ক) বুলবুল চৌধুরী (খ) ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ
- (গ) নভেরা আহমেদ (ঘ) শওকত ওসমান উত্তর: খ
- ১১৪। জাহানারা ইমাম বিশেষভাবে স্মরণীয় কেন?
- (ক) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে (খ) নারী সমাজের উন্নয়নে
- (গ) ইসলামী সাহিত্যের জন্য (ঘ) বাংলা সাহিত্যের জন্য উত্তর: ক
- ১১৫। শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন?
- (ক) সংগীত শেখানোর জন্য (খ) বই পড়ার জন্য
- (গ) খেলাধুলা শেখানোর জন্য (ঘ) আনন্দ করার জন্য উত্তর: ক
- ১১৬। বাংলা একাডেমি কাজ করে কেন?
- (ক) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নের জন্য (খ) দরিদ্র সমাজের উন্নয়নের জন্য
- (গ) শিশুদের বিকাশের জন্য (ঘ) মানব সমাজের উন্নয়নের জন্য উত্তর: ক
- ১১৭। সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ গবেষণা ও প্রদর্শন করা হয় কোথায়?
- (ক) জাদুঘরে (খ) গ্রন্থাগারে (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঘ) বাংলা একাডেমিতে উত্তর: ক
- ১১৮। আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস বিখ্যাত ছিলেন কী হিসেবে?
- (ক) নাট্যকার (খ) শিক্ষক (গ) সাংবাদিক (ঘ) ঔপন্যাসিক উত্তর: ঘ
- ১১৯। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় একটি প্রতিষ্ঠান। এটির নাম কী?

(ক) শিল্পকলা একাডেমি (খ) চারুকলা (গ) বাংলা একাডেমি (ঘ) শিশু একাডেমি উত্তর: গ
১২০। মেঘলা রোদেলাকে লোকসাহিত্য ও পুঁথিসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন এমন একজনের নাম বলতে বলল। সে কার নাম বলল?

(ক) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (খ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক
(গ) আবুল ফজল (ঘ) শওকত ওসমান উত্তর: ক

১২১। রাহেলা টিভিতে একটি নাটক দেখে মুগ্ধ হয়। এটি কার রচনা?
(ক) আবুল ফজল (খ) মুনীর চৌধুরী
(গ) আব্দুল হক (ঘ) আজিজুল হক উত্তর: খ

১২২। স্বপ্নায়ুজীবনে নৃত্যচর্চায় অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের অধিকারী কে?
(ক) ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (খ) আয়াত আলী খান
(গ) আলমগীর কবীর (ঘ) বুলবুল চৌধুরী উত্তর: ঘ

১২৩। স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই গণসংগীতের চর্চা করে আসছে কোনটি?
(ক) উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী (খ) বাংলা একাডেমি
(গ) শিশু একাডেমি (ঘ) বুলবুল ললিতকলা একাডেমি উত্তর: ক

১২৪। শিশু একাডেমির শাখা কোথায় আছে?
(ক) প্রত্যেক বিভাগে (খ) প্রত্যেক ইউনিয়নে (গ) প্রত্যেক গ্রামে (ঘ) প্রত্যেক জেলায় উত্তর: ঘ
১২৫। লোকগানের 'যুবরাজ' কাকে বলে? [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃ বিদ্যালয়]

(ক) শাহ আবদুল করিম (খ) ফকির লালন শাহ
(গ) আব্বাসউদ্দিন আহমদ (ঘ) আবদুল আলীম উত্তর: ঘ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৬। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-
i. ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে
ii. ১৯৬৬-এর ছয় দফাকে কেন্দ্র করে
iii. ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকারে
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

১২৭। এফ. আর রহমান বিখ্যাত হওয়ার কারণ-

i. গগনচুম্বী ভবন নির্মাণ পদ্ধতির প্রবর্তক
ii. বিশিষ্ট ভাষা গবেষক

iii. স্থাপনার বিখ্যাত নকশাকার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

১২৮। হাসন রাজার বা রাধারমণের গান শ্রোতাদের উদ্দীপ্ত করে-

১২৯। যাদের অবদানে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে—

i. খান আতা

ii. জহির রায়হান

iii. সুভাষ দত্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

১৩০। বাংলাদেশে মনন চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

i. বাংলা একাডেমি

ii. বিশ্ববিদ্যালয়

iii. গণগ্রন্থাগার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

১৩১। উপন্যাস ও কথাসাহিত্যে আমাদের লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

i. শওকত ওসমান

ii. আল মাহমুদ

iii. শওকত আলী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

১৩২। আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন যারা সংস্কৃতি চর্চায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে—

i. নজরুল একাডেমি

ii. বুলবুল ললিতকলা একাডেমি

iii. ছায়ানট

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে যে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব সেটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কাজ করে।

এছাড়া সংগীত, শিক্ষা, ভাষা ইত্যাদির উন্নতির জন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৩৩। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কাজ করে বলে অনুচ্ছেদে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

(ক) শিল্পকলা একাডেমি (খ) শিশু একাডেমি (গ) বাংলা একাডেমি (ঘ) জাতীয় জাদুঘর উত্তর: গ

১৩৪। উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্যগুলো হলো—

i. এটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

ii. এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়

iii. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী এটি প্রতিষ্ঠিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

১৩৫। চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন—

i. লুই পা

ii. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

iii. কাহ্ন পা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

১৩৬। যাদের অবদানে আমাদের কাব্য সাহিত্য উজ্জ্বল—

i. জসীমউদ্দীন

ii. জীবনানন্দ দাস

iii. শওকত আলী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

১৩৭। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো—

i. চর্যাপদের কাল নির্ণয়

ii. আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন

iii. বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৮ ও ১৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফাইয়াজ শিক্ষাসফরে একটি জাদুঘর পরিদর্শনে গেল। সেখানে সে বিভিন্ন ঐতিহাসিক জিনিসের পাশাপাশি কষ্টিপাথর দিয়ে তৈরি বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি এবং তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের ব্যবহৃত তৈজসপত্র দেখতে পায়।

১৩৮। ফাইয়াজের দেখা নিদর্শনগুলো থেকে কী প্রকাশ পায়?

(ক) রাজা-বাদশাহদের কাহিনী (খ) অতীতের কারুকাজ
(গ) মানুষের জীবনযাত্রার ধারণা (ঘ) মানুষের সৃজনশীলতা উত্তর: গ

১৩৯। ফাইয়াজের সফরকৃত প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মূলত –

- i. সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য
- ii. গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য
- iii. সাহিত্য চর্চার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

প্র্যাকটিস

প্রশ্ন ০১। আব্দুল আলীম লোক সংগীতের কী হিসেবে পরিচিত?

সমাধান: আব্দুল আলীম লোক সংগীতের যুবরাজ হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ০২। সুলতানি আমলের একটি স্থাপত্যের নাম লেখ।

সমাধান: নবাব কাটরা কেব্লা সুলতানি আমলের একটি স্থাপত্য নিদর্শন।

প্রশ্ন ০৩। পালযুগের তালপাতার পুঁথিগুলো ছিল কোন ধর্ম শাস্ত্রের?

সমাধান: পালযুগের তালপাতার পুঁথিগুলো ছিল বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রের।

প্রশ্ন ০৪। লোকগানের সম্রাট বলা হয় কাকে?

সমাধান: লোকগানের সম্রাট বলা হয় আব্বাসউদ্দিন আহমদকে।

প্রশ্ন ০৫। বাংলাদেশের পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে কিসের প্রচুর যথেষ্ট কাজ রয়েছে?

সমাধান: বাংলাদেশের পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে পোড়ামাটির প্রচুর কাজ রয়েছে।

প্রশ্ন ০৬। চিত্রকলার পথিকৃৎ ধরা হয় কাকে?

সমাধান: চিত্রকলার পথিকৃৎ ধরা হয় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে।

প্রশ্ন ০৭। মুগা জাতীয় সিল্ক কী নামে পরিচিত ছিল?

সমাধান: মুগা জাতীয় সিল্ক পত্রোর্ণ নামে পরিচিত ছিল।

প্রশ্ন ০৮। কার হাতে বাঙালির নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে?

সমাধান: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে।

প্রশ্ন ০৯। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে কোন মহিলার নাম স্মরণীয়?

সমাধান: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে জাহানারা ইমামের নাম স্মরণীয়।

প্রশ্ন ১০। বাঙালি মুসলমান সমাজে নৃত্য চর্চার দ্বার উন্মোচন করেন কে?

সমাধান: বাঙালি মুসলমান সমাজে নৃত্য চর্চার দ্বার উন্মোচন করেন বুলবুল চৌধুরী।

প্রশ্ন ১১। বৈষ্ণব পদাবলী বলতে কী বুঝ?

সমাধান: সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগঘন গান রচিত হয়। এগুলোকে বলা হয় বৈষ্ণব পদাবলী। এ পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ। অনেক মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেছেন।

প্রশ্ন ১২। এফ. আর খানকে নিয়ে আমাদের গর্বের কারণ কী?

সমাধান: স্থাপত্যকলায় উৎকর্ষতা অর্জনের জন্যই এফ আর খান আমাদের গর্ব। স্থাপত্যকলায় চমৎকার ভবন নির্মাণ পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করেন। বিশ্বের বহু বিখ্যাত ভবন ও স্থাপনার নকশার জন্য এফ আর খান বিখ্যাত। তিনি আমাদের গর্ব।

প্রশ্ন ১৩। বাংলা স্থাপত্য শিল্পে কখন থেকে ইরানি তুরানি প্রভাব পড়তে শুরু করে? ব্যাখ্যা কর।

সমাধান: সুলতানি আমল থেকে বাংলা স্থাপত্যশিল্পে ইরানি তুরানি প্রভাব পড়তে শুরু করে। গম্বুজ ও খিলানসহ মসজিদ তো নির্মিত হয়েছেই, অনেক দপ্তর ও বাড়িঘরও তৈরি হয়েছে এই রীতিতে। ছোট সোনা মসজিদ, নবাব কাটরা, ঢাকার লালবাগের কুঠি এ সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন।

প্রশ্ন ১৪। বাংলায় বিভিন্ন সময়ে উৎপাদিত কাপড়ের বিবরণ দাও।

সমাধান: বাংলায় বিভিন্ন সময়ে যেসব কাপড় উৎপন্ন হতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাসা, এলাচি, হামাম, চৌতা, উতানি, সুসিজ, কোসা, মলমল, দুরিয়া, শিরবান্দ ইত্যাদি। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় এতই সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের ছিল যে, এ কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রশ্ন ১৫। নাগরিক সংগীতের বিকাশের ধারায় কাদের অবদান উল্লেখযোগ্য?

সমাধান: নিধুবাবু, কালী মির্জা প্রমুখ হয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলার নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছায়। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি” গানটি আজ আমাদের জাতীয় সংগীত। তিনি এ গানের সুর নিয়েছেন বাউল গানের সুর থেকে। রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে পরবর্তীতে আরও অনেকেই বাংলার নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের মধ্যে আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আপন

স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। মাত্র বিশ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে তিনি প্রায় ছয় হাজার গান লিখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন অসংখ্য ভক্তের হৃদয়ে।

🎨 সৃজনশীল (CQ)

প্রশ্ন ০১। নিচের চিত্র দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



চিত্র: বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলার নিদর্শন

(ক) টেরাকোটা কী?

(খ) পাল যুগে তালপাতায় আঁকা ছবিগুলো এখনও ঝকঝকে রয়েছে কেন?

(গ) উদ্দীপকে বাংলার কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের শিল্পকর্ম এখনও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান মূল্যায়ন কর।

সমাধান:

(ক) মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়ার ফলে যে শিল্প তৈরি হয় তাকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলে।

(খ) পালযুগে তালপাতার পুঁথিতে অঙ্কিত ছবি আমাদের কাছে স্মরণীয়। এসব পুঁথিতে দেশীয় রং দিয়ে ছবি আঁকা হতো, যার প্রশংসা আধুনিক কালের বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছ থেকেও পাওয়া যায়। দেশীয় রং ছিল অনেক উন্নতমানের। ফলে সেগুলো সহজে নষ্ট হতো না। এজন্য ছবিগুলো হাজার বছর পরেও চমৎকার ঝকঝকে রয়েছে।

(গ) উদ্দীপকে বাংলার দৃশ্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। দৃশ্যশিল্পের বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত। দৃশ্যশিল্প হলো শিল্পকলার একটি অংশ। কারণ এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টিশীল এসব কাজ সংস্কৃতির বিচারে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, বাঁশ ও বেতের তৈরি ঝুড়ি, চেয়ার ও মাদুর। এছাড়াও আছে নকশিকাঁথা। বাংলার নকশিকাঁথা সবসময়ই সমাদৃত। গ্রামীণ মহিলারা এসব সেলাই করা কাঁথায় আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনী ও ছবি ফুটিয়ে তোলেন। এখনও সমাজের দরিদ্র নারীরা এই শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন তৈজসপত্র ও আসবাব তৈরিতে বাঁশ ও বেতের কাজেও বাংলার মানুষ যেমন দক্ষতা দেখায় তেমনি তাদের সৃজনশীল মনের

প্রকাশ ঘটায়। মাটির তৈরি শিল্প, তাঁতশিল্প, কারুশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, নকশিকাঁথা, বাঁশ-বেত ও শোলার কাজ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের অন্তর্গত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলার দৃশ্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পকর্মগুলো হলো বাঁশ ও বেতের তৈরি চেয়ার, বুড়ি, মাদুর ও সেলাই করা নকশিকাঁথা। এ শিল্পকর্মগুলো টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান অবিস্মরণীয়।

গ্রামবাংলায় দেখা যায় যে, অবসর সময়ে বিশেষ করে বিকেলে এক জায়গায় কতগুলো মহিলা একত্রে বসে নানা শিল্পকর্মের কাজ করেন। তাদের মধ্যে কেউ খেজুর পাতা দিয়ে পাটি বা মাদুর তৈরি করেন। কেউ কাঁথা সেলাই করেন, কেউবা তৈরি করেন বাঁশ, বেত ও শোলার সাহায্যে হাতের বিভিন্ন কাজ। এছাড়া বাংলার নকশিকাঁথার কথা না বললেই নয়। গ্রামীণ মহিলারা ঘরে ঘরে কাঁথা সেলাই করে তাতে আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনী ও ছবি ফুটিয়ে তোলেন। কাঠের কাজ বা কারুশিল্প, শঙ্খের কাজ, বাঁশ, বেত ও কাজেও নারীরা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন। এ শিল্পকর্মগুলো মূলত নারীদের হাতে সৃষ্টি হয় এবং এগুলো আজও টিকিয়ে রাখার

ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। নারীরা তাদের শৈল্পিক মনের বিকাশ ঘটিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে এসব সৃষ্টিশীল কাজ করে থাকেন। এসব কাজের মাধ্যমে তাদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

উদ্দীপকে তাদের কাজের প্রতিফলন দেখে বলা যায়, উক্ত শিল্পকর্ম এখনও টিকিয়ে রাখতে বাংলার নারীদের অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ০২।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

শিল্প	উপাদান
ক. দুকূল,	পত্রোর্ণ, ক্ষৌমবস্ত্র, কষ্টিপাথর, দেবদেবির মূর্তি।
খ. চর্যাগীতি	কীর্তনগান, পুঁথিসাহিত্য, গদ্যসাহিত্য।

(ক) আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেছেন কে?

(খ) টেরাকোটা বলতে কী বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) “বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশে 'খ' শিল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম”- বিশ্লেষণ কর।

সমাধান:

(ক) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেছেন।

(খ) মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়াকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলা হয়। দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে এভাবে পোড়ামাটির কাজ দিয়ে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে।

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' শিল্পটি হলো তাঁতশিল্প। দৃশ্যশিল্পের এ ধরন যুগে যুগে পল্লবিত হয়েছে। বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। কৌটিল্য বলেছেন, পুণ্ড্রদেশের (উত্তরবঙ্গ) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণির মতো মসৃণ। দুকূল ছিল খুব মিহি আর ক্ষৌমবস্ত্র একটু মোটা। পত্রোর্ণ নামে এণ্ডি বা মুগা জাতীয় সিল্ক তৈরি হতো মগধ ও পুণ্ড্র। সেকালে এ দেশের দুকূল, পত্রোর্ণ ও ক্ষৌম কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো।

(ঘ) ছকের 'খ' এর শিল্পকর্মসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাহিত্য শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে। যা বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

বাঙালির প্রথম যে সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায় তা চর্যাপদ নামে পরিচিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন। চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুই পা ও কাহ্ন পা। সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তনগান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছে। এগুলো বৈষ্ণব পদাবলী নামে পরিচিত। মুসলমান সমাজে পুঁথিসাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। ইংরেজ আমলে উনিশ শতকে আমাদের দেশে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সমসাময়িক সাহিত্যিকরা যার ওপর সৌধ তুলেছেন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে শোভন ও সুন্দর করে পূর্ণতা দিয়েছেন।

চর্যাগীতি, কীর্তনগান, পুঁথিসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যের কারণেই বর্তমান বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি গড়ে ওঠেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি চর্যাগীতি, কীর্তনগান, পুঁথিসাহিত্য, গদ্যসাহিত্য ইত্যাদি বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ০৩।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মীম এবং রায়হান প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমিতে বেড়াতে যায়। বাংলা একাডেমি, সেখানে বই কেনার আয়োজন করে। বই মেলার এই বর্ণাঢ্য আয়োজন বাঙালি জাতিকে পুরো একটি মাস ভাষাপ্রেমী করে রাখে। এছাড়াও পুরো বছর জুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের থাকে নানামুখী কর্মকাণ্ড। মৌন ও মিফতা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানেও যায় বাবার হাত ধরে।

(ক) ভাষা আন্দোলন হয়েছিল কত সালে?

(খ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অবদান লেখ।

(গ) মীম ও রায়হান বছর জুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের যে সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) মীম ও রায়হান মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

সমাধান:

(ক) ভাষা আন্দোলন হয়েছিল ১৯৫২ সালে।

(খ) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন বাংলা ভাষার একজন গবেষক। তিনি বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেছেন ও আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেছেন।

(গ) উদ্দীপকের মীম ও রায়হান বছর জুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের অনুষ্ঠান উপভোগ করে। আমাদের দেশে বছরব্যাপী বইমেলা পাশাপাশি নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়।

পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বলা যায়, চারুকলা, সংগীত-নাটক-নৃত্য প্রভৃতি ললিতকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা, গবেষণা ও প্রসারের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়া বিশ্বের যে কোনো উন্নত দেশের মতোই মনন চর্চার জন্য রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, গণগ্রন্থাগার প্রভৃতি। আর সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ, তা নিয়ে গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য রয়েছে জাতীয় জাদুঘর। এসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোও নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। উপরন্তু দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসরের মতো সংগঠনগুলো শিশু-কিশোরদের জন্যই নানা আয়োজন করে। বিভিন্ন নাট্যদল সারাদেশে নাটক মঞ্চায়ন করে। উদ্দীপকের মীম ও রায়হান বাবার হাত ধরে এসব অনুষ্ঠানই দেখতে যায়।

(ঘ) উদ্দীপকের মীম ও রায়হান মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

আধুনিক কালের মানুষ মননচর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার জন্য নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন: বাংলা একাডেমি। এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে আসছে। এছাড়া মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার জন্যে রয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। চারুকলা ও ললিতকলা চর্চায় সংগঠনটি অনবদ্য ভূমিকা রাখে। এছাড়াও অনেক সংগঠন মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চায় নিরচর কাজ করে চলেছে। আমাদের দেশের এরকম

ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের মধ্যে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (বাফা), নজরুল একাডেমি ও ছায়ানট উল্লেখযোগ্য। আরও রয়েছে শিশু-কিশোরদের জন্য খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসর। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, মীম ও রায়হান মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-০৪।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পটুয়াখালীর মোমেনা বেগম সালোয়ার কামিজ ও শাড়িতে সুই-সুতা, পুতি-চুমকি, শামুক-বিনুক দিয়ে হাতে নকশা তৈরি করেন। এগুলোকে তিনি ঢাকায় বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। তিনি এলাকার দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। বর্তমানে এরা সবাই স্বাবলম্বী। মেয়েগুলোকে মোমেনা স্থানীয় নৈশ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন।

(ক) বাঙালি জাতির মননের প্রতীক কী?

(খ) বাঙালির প্রথম সাহিত্য কর্মের ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন শিল্পকলার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়নে মোমেনা বেগমের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

সমাধান:

(ক) বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতির মননের প্রতীক।

(খ) বাঙালির প্রথম সাহিত্য কর্ম চর্যাপদ নামে পরিচিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন। পরে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গবেষণা করে জানান প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বৌদ্ধ সাধকরা এগুলো লিখেছেন। এই পদসমূহ আমাদের পক্ষে এখন বুঝা কঠিন। শাব্দিক অর্থ ছাড়াও এগুলোর ভাবার্থ বুঝতে হয়। চর্যাঙ্গীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুই পা ও কাহু পা।

(গ) উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিল্পকলার একটি অংশ দৃশ্যশিল্পের চিত্র ফুটে উঠেছে।

দৃশ্যশিল্পের বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত। এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন হাতের কাজ, বিভিন্ন জিনিস দিয়ে নকশা, শাড়িতে সুই-সুতার কাজ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের মধ্যে পড়ে। কারণ এসব কাজে সৃষ্টিশীল দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দীপকে

পটুয়াখালীর মোমেনা বেগম সালোয়ার কামিজ ও শাড়িতে সুই-সুতা, পুঁতি-চুমকি, শামুক-ঝিনুক দিয়ে হাতে নকশা তৈরি করেন। তিনি এলাকার দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ করান ও তা ঢাকায় বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। এ সমস্ত হাতের কাজে আশ্চর্য নিপুণতার ছাপ পাওয়া যায়। সেই সাথে দক্ষতা ও সৃজনশীলতার মিশেল থাকে বলে এগুলো দৃশ্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের দৃশ্যশিল্পের চিত্র ফুটে উঠেছে।

(ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়নে রহিমা বেগমের ভূমিকা অপরিসীম।

দেশের জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করতে পারলে একটি জাতির উন্নয়ন সম্ভব। মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে শিক্ষা। কারণ এসব কাজে চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় যা মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে পটুয়াখালীর মোমেনা বেগম এলাকার দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সালোয়ার কামিজ ও শাড়িতে সুই-সুতা, পুঁতি-চুমকি, শামুক-ঝিনুক দিয়ে হাতে নকশা তৈরি করান। এগুলোকে তিনি ঢাকায় বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। তারা আত্মকর্মসংস্থানের পথ পেয়ে নিজেরা উদ্দীপকে পটুয়াখালীর মোমেনা বেগম এলাকার দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সালোয়ার-কামিজ ও শাড়িতে সুই-সুতা, পুঁতি- নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারছে। সেই সাথে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সম্পদে পরিণত হচ্ছে। মেয়েগুলোকে মোমেনা স্থানীয় নৈশ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন। এতে প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা শিক্ষা গ্রহণের মধ্যদিয়ে তারা সম্পদে পরিণত হতে পারছে। উদ্দীপকের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়নে মোমেনা বেগমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ০৫।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সানজিদার জন্মদিনে তার মা তাকে ১টি মাটির তৈরি 'ব্যাংক' উপহার দিলেন। দোলা উপহার পেয়ে খুশি হয়ে তার পছন্দের ১টি লোকসংগীত গেয়ে তার বাবা-মাকে খুশি করল।

(ক) বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি?

(খ) পুঁথি সাহিত্য বলতে কী বোঝায়?

(গ) জন্মদিনে সানজিদার পাওয়া উপহারটি যে শিল্পের নিদর্শন বহন করে তার বিবরণ দাও।

(ঘ) আধুনিক নগরশিল্প সাহিত্যের কবল থেকে দোলায় পরিবেশিত শিল্প রক্ষা করার উপায় বিশ্লেষণ কর।

সমাধান:

(ক) বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হলো চর্যাপদ।

(খ) পুঁথিসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী ও রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। ইউসুফ জুলেখা, লায়লি-মজনু, সায়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত সব পুঁথির নাম।

(গ) জন্মদিনে সানজিদার পাওয়া উপহারটি দৃশ্যশিল্পের নিদর্শন বহন করে। কারণ উপহারটি ছিল মাটির তৈরি 'ব্যাংক' যা বস্তুগত শিল্পের নিদর্শন। আর বস্তুগত শিল্পের বেশিরভাগই দৃশ্যশিল্প হিসেবে পরিচিত।

বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সুনির্মিত ঘর হলো মাটির তৈরি ও বাঁশের তরজার ছাউনিযুক্ত ঘর। টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প সোমপুর বিহার, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির ইত্যাদি জায়গায় পাওয়া যায়। এ সবই দৃশ্যশিল্পের অন্তর্গত। পালযুগে তালপাতার পুঁথিতে দেশীয় রঙ দিয়ে আঁকা ছবির প্রশংসা আধুনিক কালের বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। সেকালে দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাস কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার শাড়ি এখনও সুপরিচিত। ইরানি তুরানি প্রভাব সংবলিত বাংলার স্থাপত্য নিদর্শন, বাংলার গ্রামীণ নকশিকাঁথা, কাঠের কাজ বা কারুশিল্প, শজ্জের কাজ, বাঁশ-বেত ও শোলার কাজ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের অন্তর্গত।

(ঘ) সানজিদার পরিবেশিত শিল্পটি হলো সংগীত শিল্পের একটি অংশ লোকসংগীত। আধুনিক নগরশিল্প সাহিত্যের কবলে লোকসংগীতের অবস্থান কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে।

সারা বাংলা জুড়ে বহু ধরনের আঞ্চলিক লোকগান ছড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে রয়েছে মুর্শিদ, পালাগান, বারমাস্যা, ভাওয়াইয়া ও গম্ভীরা ইত্যাদি। উদ্দীপকে দেখা যায় সানজিদার পরিবারে ঐতিহ্যবাহী বাংলার সংস্কৃতির চর্চা রয়েছে।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে লোকসংগীতের উপর প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় খুলে তার চর্চার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন মেনে অনুশীলনের ব্যবস্থা আরও বাড়াতে হবে।

লোকসংগীত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য। একে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। শিশুদেরকে লোকসংগীতের প্রতি আকৃষ্ট করতে ও এর গুরুত্ব অনুধাবন করার তাগিদে লোকসংগীতকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এভাবে নগরশিল্প সাহিত্যের কবল থেকে দোলার পরিবেশিত শিল্প রক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন ০৬।

লুই পা লিখেছেন -

“কা আ তরুণের পাখি বি ডাল
চঞ্চল চী এ পইঠা কাল।”

- (ক) পাল যুগের পুঁথিগুলো কোন ধর্ম শাস্ত্রের ছিল?
- (খ) টেরাকোটা বলতে কী বোঝায়?
- (গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত চরণ দু'টির ভাবার্থ ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) উক্ত সাহিত্যের মর্যাদা রক্ষায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

সমাধান:

(ক) পাল যুগের পুঁথিগুলো ছিল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের।

(খ) মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়াকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলা হয়। এ শিল্পটি শিল্পমূল্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত চরণ দুটি বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্মের নিদর্শন চর্যাপদের একটি নমুনা। চর্যাপদের বিখ্যাত রচয়িতা লুই পা চরণদুটি রচনা করেছেন। উল্লিখিত চরণ দুটির ভাবার্থ হলো- শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাঁচটি ডাল স্বরূপ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে জানাশোনা চলে। এতে বেশি আকৃষ্ট হলে বস্তুজগতকেই মানুষ চরম ও পরম জ্ঞান করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মূলত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রীয় উক্ত প্রাচীন পদ দুইটি অনুসারীদের বস্তু জগতের মোহ থেকে বিমুক্ত রাখতে রচিত দর্শন বা উপদেশ।

(ঘ) উক্ত সাহিত্যটি হলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা চর্যাপদ বা বৌদ্ধ সাধকদের রচিত চর্যাগীতি। এটি বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম। এই সাহিত্যের মর্যাদা রক্ষায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো বাংলা একাডেমি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে আসছে। সেক্ষেত্রে আদি বাংলা সাহিত্য চর্যাপদের মর্যাদা রক্ষায় বাংলা একাডেমির ভূমিকা রয়েছে। এই সাহিত্যের গবেষণা ও প্রসারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে মনন চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও গণগ্রন্থাগার সমূহ। আবার উক্ত সাহিত্যকে সাংস্কৃতিক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ, তা নিয়ে গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য রয়েছে জাতীয় জাদুঘর। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এক্ষেত্রে ভূমিকা

রাখে। রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও বাংলাদেশের আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উদ্দীপকে নির্দেশিত সাহিত্য চর্যাপদের মর্যাদা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ০৭।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আকাশ একটি একাডেমিতে ছবি আঁকা শিখতে যায়। সেখান থেকে সে বিভিন্ন আর্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এযাবৎ আমান বেশ কিছু পুরস্কারও জিতেছে। আমানের এ অর্জনের পেছনে এ একাডেমির বেশ অবদান রয়েছে। এ একাডেমি ও বাংলা একাডেমির মতো বাংলাদেশে এমন আরো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সৃষ্টিশীলতার পৃষ্ঠপোষক।

(ক) বিজয়গুপ্তের রচিত মঙ্গল কাব্যের নাম কী?

(খ) গ্রামবাংলার ঘরবাড়িগুলো মাটি ও বাঁশের তৈরি কেন?

(গ) উদ্দীপকে যে একাডেমির কথা বলা হয়েছে তা কীভাবে আমানের প্রতিভা বিকাশে সহায়ক? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান:

(ক) বিজয়গুপ্তের রচিত মঙ্গলকাব্যের নাম মনসামঙ্গল।

(খ) পলিমাটির দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এর একদিকে মাটি আর অন্যদিকে এ মাটিতে জন্মায় প্রচুর বাঁশ। মূলত মাটি ও বাঁশের এ সহজলভ্যতার কারণেই গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষ তাদের ঘরবাড়িগুলো তৈরিতে মাটি ও বাঁশ ব্যবহার করে।

(গ) উদ্দীপকে একাডেমি বলতে শিল্পকলা একাডেমিকে বোঝানো হয়েছে।

চারুকলা ও সংগীত-নাটক-নৃত্য প্রভৃতি ললিতকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা, অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, গবেষণা ও প্রসারের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

উদ্দীপকের আকাশ ছবি আঁকা শেখার জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতেই ভর্তি হয়। সেখানে সে চারুকলার নানা দিক সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে, রং সম্পর্কে ধারণা পায়। ফলে সে ধারণানুযায়ী মনের মাপের মিশিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে। আকাশের ছবি বোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং দর্শক মহলে বেশ প্রশংসা পায়। আমান ইতিমধ্যে বেশ কিছু পুরস্কারও জিতে নেয়। তাই আকাশের এ অর্জনের পেছনে বাংলাদেশ শিল্পকলা

একাডেমি বেশ বড় অবদান রেখেছে।

(ঘ) আধুনিককালের মানুষ মননচর্চা ও সৃজনশীলতা চর্চার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, বাংলাদেশেও এ ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ও ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা একাডেমি। এছাড়া চারুকলা ও সংগীত- নাটক-নৃত্য প্রভৃতি ললিতকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা, অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, গবেষণা ও প্রসারের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

বিশ্বের যেকোনো উন্নত দেশের মতোই এদেশে মননচর্চার জন্য রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, গণগ্রন্থাগার প্রভৃতি। আর সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ, তা নিয়ে গবেষণা ও তা প্রদর্শনের জন্য রয়েছে জাতীয় জাদুঘর।। এছাড়া চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা জাতীয় উদ্যান, নভোথিয়েটার, বিজ্ঞান জাদুঘরসহ নানা প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠেছে। খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসরের মতো সংগঠনগুলো সারা দেশে শিশু-কিশোরদের জন্য কাজ করে। ঢাকা ও সারা দেশে অনেকগুলো নাট্যদল নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন করে থাকে। রয়েছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ, নাট্য সমন্বয় পরিষদের মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন।

প্রশ্ন ০৮।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

জ্যোৎস্না রাত্রিতে সওদাগর বাড়ির উঠানে বেশ বড় রকমের আসর জমে উঠেছে। গ্রামের সবাই সারাদিনের কর্মব্যস্ততা ভুলে সেখানে মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বসেছে। তার মাঝখানে বসে ঢুলে ঢুলে সুর করে রুবায়েত পড়ছে-

"কী কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরান
আকাশের চন্দ্র যেভাবে ভেলুয়া সুন্দরী
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দুকুলের পরী।"

(ক) চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন কে?

(খ) পোড়ামাটির শিল্প বলতে কী বোঝায়?

(গ) রুবায়েত পঠিত বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে শিল্পের কোন অংশটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে সুরত আলীর পঠিত বিষয়টির অবদান বিশ্লেষণ কর।

সমাধান:

(ক) ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন।

(খ) পোড়ামাটির শিল্প হচ্ছে মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়া। এগুলোকে টেরাকোটা ও বলা হয়।

(গ) রুবায়ত পঠিত বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের পুঁথি অংশের প্রকাশ পেয়েছে। পুঁথি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় অংশ। একসময় মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত। যেমনটি দেখা যায় উদ্দীপকের সুরত আলীর আসরে গ্রামের সকল বয়সের লোক যোগাদান করেছে। পুঁথি পাঠক যখন পুঁথি পাঠ করতেন তখন সকলে চুপ থেকে পুঁথি পাঠ শুনতেন। ইউসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু, সায়ফুল মূলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত সব পুঁথির নাম।

সুতরাং বলা যায়, সুরত আলীর পঠিত বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের পুঁথি সাহিত্যের অংশটি প্রকাশ পেয়েছে।

(ঘ) বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে পুঁথি সাহিত্যের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। প্রাচীনকালে বাঙালির সংস্কৃতিতে পুঁথি সাহিত্য একটি বিরাট অংশ দখল করে রেখেছে। তৎকালীন সময়ে মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। উদ্দীপকে জ্যোৎস্না রাত্রিতে সওদাগর বাড়ির উঠানে বেশ বড় রকমের পুঁথি পাঠের আসর জমে উঠে। গ্রামের সবাই সারাদিনের কর্মব্যস্ততা ভুলে সেখানে চাটাই বিছিয়ে বসে রুবায়ত পঠিত পুঁথি শোনে। ইউসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু, সায়ফুল মূলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত পুঁথিগুলো বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এছাড়াও আলাওল রচিত পদ্মাবতী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত।

বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এই পুঁথি সাহিত্য। তখনকার সমাজজীবনে এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে পুঁথি সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ০৯।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ওমরের গ্রামে ফসল কাটার পর বিভিন্ন প্রকার গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই গানের অনুষ্ঠানে

বাউল, ভাটিয়ালি গানের আসর ছাড়াও নানা রকম আঞ্চলিক গান হয়ে থাকে। সে গ্রামে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে, তারা একে অপরের বন্ধু। গানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বন্ধন আরও মজবুত হয়। ওমর বিশ্বাস করে, “সংগীত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলে।”

(ক) উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে কার প্রভাব চিরস্মরণীয়?

(খ) বাংলার তাঁত শিল্পের সুনাম সম্পর্কে লিখ।

(গ) উদ্দীপকে বাংলার কোন শিল্পের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) সংগীত সম্পর্কে ওমরের বিশ্বাসের সাথে তুমি একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

সমাধান:

(ক) উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রভাব চিরস্মরণীয়।

(খ) বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। সেকালে এদেশের দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাস কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় এতই সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের ছিল যে এ কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

(গ) উদ্দীপকে বাংলার সংগীত শিল্পের কথা বলা হয়েছে। এখানকার মাঠে-প্রান্তরে কৃষক ও নদী-খালে মাঝি গলা ছেড়ে গান গায়। অতীতে হিন্দু সমাজে কীর্তন গান হতো এবং এখনও হয়। তবে বাউল ও ভাটিয়ালি গান গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই গেয়ে থাকে। মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা ইত্যাদি বহু ধরনের লোকগান ছড়িয়ে আছে সারা বাংলাজুড়ে। শহরাঞ্চলে একসময় খেউড়, খেমটা প্রভৃতি গানের আসর বসত। উদ্দীপকে ওমরের গ্রামে ফসল কাটার পর গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলার সংগীত শিল্পের কথা বলা হয়েছে।

(ঘ) সংগীত সম্পর্কে ওমরের বিশ্বাসের সাথে আমি একমত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ভালোবাসা, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি। বাংলাদেশের সব ধর্মের মানুষ অতীতে নিজ নিজ বিশ্বাস থেকে এ সাধনা করে চলেছে। উদ্দীপকের স্বপনের গ্রামের হিন্দু-মুসলমান একে অপরের বন্ধু। তাই হিন্দু-মুসলিম একসাথে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আনন্দ আহ্লাদ একসাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আমাদের সংগীতের মূলকথা হলো উদার প্রকৃতি এবং মানুষ। কোনো ধর্মীয় ভাবাবেগে এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আমাদের সঙ্গীত সাধনার মধ্যে আল্লাহর কথা যেমন আছে তেমনি আছে মানুষের কথা।

তাই স্বপনের বিশ্বাসের সাথে আমিও একমত হয়ে বলতে পারি, “সংগীত সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলে।”

প্রশ্ন ১০।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

নকিব তার ভাইয়ের সাথে 'ক' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে বেড়াতে যায় যে প্রতিষ্ঠানটি একটি নির্বাচন ও আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান একুশে বই মেলাসহ সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। সে আরও জানতে পারে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

(ক) যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কখন হয়?

(খ) পুঁথি সাহিত্য বলতে কী বোঝায়?

(গ) নকিব তার ভাইয়ের সাথে কোন প্রতিষ্ঠানে বেড়াতে গিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) শুধু কি উক্ত প্রতিষ্ঠানই জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে ভূমিকা রাখে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

সমাধান:

(ক) যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয় ১৯৫৪ সালে।

(খ) পুঁথিসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী ও রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো।

(গ) নকিব তার ভাইয়ের সাথে বাংলা একাডেমিতে বেড়াতে গিয়েছিল। বাংলা একাডেমি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ও ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে আসছে। বাংলা একাডেমি বাংলা বানান রীতির জন্য বাংলা অভিধান প্রণয়ন করে থাকে। বাংলা একাডেমি একুশে বইমেলাসহ সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে নকিব তার ভাইয়ের সাথে 'ক' নামক প্রতিষ্ঠান তথা বাংলা একাডেমিতে গিয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি একুশে বইমেলাসহ সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটি জাতির

মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং নকিব তার ভাইয়ের সাথে বাংলা একাডেমিতে গিয়েছিল।

(ঘ) বাংলা একাডেমিই শুধু জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে ভূমিকা রাখে না, এরূপ আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন: বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয়, গণগ্রন্থাগার, জাতীয় জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা জাতীয় উদ্যান, নভোথিয়েটার, বিজ্ঞান জাদুঘরসহ নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও গড়ে উঠেছে এ ধরনের বেশকিছু প্রতিষ্ঠান। রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এরকম কয়েকটি উদ্যোগ।

এছাড়াও অনেক সংগঠন সংস্কৃতি চর্চায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আমাদের দেশের এরকম ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের মধ্যে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (বাফা), নজরুল একাডেমি ও ছায়ানট উল্লেখযোগ্য। উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই গণসংগীতের চর্চা করে আসছে। খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসরের মতো সংগঠনগুলো সারাদেশে শিশু-কিশোরদের জন্য কাজ করে। এছাড়াও আছে ঢাকা ও সারাদেশে অনেকগুলো নাট্যদল। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলন পরিষদ, নাট্য সমন্বয় পরিষদ, আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজধানীভিত্তিক ফেডারেশন। উল্লিখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শুধু বাংলা একাডেমিই জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতা বিকাশে ভূমিকা রাখে না।